CELEBRATING 30 YEARS of DISHA
ESTD :1995

দশকের পথচলা

সোসাইটি ফর ডাইরেক্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হেলথ অ্যাকশন (দিশা)

দিশা—তিন দশকের পথচলা

১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে কয়েকজন পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্যকর্মী ও মানবাধিকারকর্মীর একত্র চেষ্টায় যাত্রা শুরু করে সোসাইটি ফর ডাইরেক্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হেলথ অ্যাকশন, সংক্ষেপে আমাদের 'দিশা'। গত তিন দশক ধরে দিশা পরিবেশ, সামাজিক স্বাস্থ্য ও মানবাধিকারের বহু ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে।

গবেষণা থেকে শুরু করে নানা দিকে যোগাযোগ গড়ে তোলা, প্রকাশনা, প্রচারাভিযান, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা—দিশার কাজ বহুমাত্রিক।

কলকাতায় জন্ম নিয়ে দিশা তার যাত্রা শুরু করে ছোটো ছোটো স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে, যা ক্রমে বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের রূপ নেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—

- ধাপা বর্জ্যভূমির পাশে বর্জ্য সংগ্রাহকদের জন্য একটি ক্লিনিক স্থাপন
- সহজে বাতিলযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ে সমীক্ষা ও মূল্যায়ন—যা পরবর্তীকালে এর নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনির্দেশের পথ প্রশস্থ করেছে
- পৌর, চিকিৎসা ও ইলেকট্রনিক আবর্জনা বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রচার ও চেতনা উদ্রেক
- উপকূলীয় পরিবেশ, সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ রক্ষায় প্রচার ও পদক্ষেপ গ্রহণ
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ও বননির্ভর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে থেকে তাদের দক্ষতাবৃদ্ধি
- দূষণ বিষয়ে গবেষণা, প্রচার ও জনচেতনা উদ্রেক
- ছোটোদের বড়ো হয়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের অধিকার রক্ষা, তাদের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে কাজ করা
- নারীর মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা।

নানা ক্ষেত্রে আমাদের কাজেকর্মে বিশেষ জোর পড়েছে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ু বদলের উপর। বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক সম্পদের স্বাস্থ্য ও সজীবতার প্রতি লক্ষ রেখে প্রকৃতিনির্ভর জনগোষ্ঠীর পাশে থাকার চেষ্টা আমাদের ভাবনা ও কাজকর্মের অভিমুখ নির্দেশ করেছে।

শূন্য আবর্জনার লক্ষ্যে

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দিশা

বর্জ্য নিঃসন্দেহে সম্পদ—তবে তখনই সম্পদ, যখন তাকে আমরা উৎসে আলাদা করি। শহরের সাধারণ জঞ্জাল সংগ্রাহকদের কাছে এই শিক্ষা পেয়ে শুকনো আবর্জনা (যা পুনর্ব্যবহার বা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী) ও ভেজা আবর্জনা (যা জৈব-বিয়োজ্য) তাদের উৎসেই আলাদা করা শুরু করি।

শুকনো আবর্জনা যখন সরাসরি সংগ্রাহকদের হাতে পৌঁছে যায়, তখন তা নতুন দ্রব্যের কাঁচামাল হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। এইভাবে গরিব সংগ্রাহকরা জলবায়ু বদলের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। অন্যদিকে, ভেজা আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে হয়ে উঠতে পারে জৈবসার। আবর্জনা পুড়োনোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দরকার, কারণ তা জঞ্জালের নিহিত মূল্য নষ্ট করে এবং পরিবেশ দূষিত করে।

অন্যদিকে ভেজা বর্জ্য প্রক্রিয়াকৃত হলে তৈরি হয় জৈবসার—যা একদিকে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমায় এবং অন্যদিকে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমরা প্রথম থেকেই আবর্জনা পোড়ানো বা ইনসিনারেশনের বিরোধিতা করেছি, কারণ এতে বর্জ্যের মধ্যে নিহিত সম্পদ ধ্বংস হয় এবং পরিবেশ আরও দূষিত হয়।

এই ভাবনাকে বহন করেই আমরা রাজ্যস্তরে পৌর বর্জ্য, প্লাস্টিক, চিকিৎসাজাত, ইলেকট্রনিক ও বিপজ্জনক বর্জ্য—প্রতিটি ক্ষেত্রেই যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করে চলেছি।

আমাদের নানান অভিজ্ঞতা

- আমরা ১২টি পুরসভা ও ২টি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছি
- পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকার জন্য বায়ো-মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করেছি
- ইলেকট্রনিক বর্জ্যের অনিরাপদ পুনর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি এবং অসংগঠিত বর্জ্য সংগ্রাহকদের বর্জ্যের নিরাপদ প্রক্রিয়াকরণের পথে এনেছি
- স্বাস্থ্য দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে কাজ করেছি
- **ধূলাগড় ট্রাক টার্মিনালে আমরা নিজেদের কম্পোস্ট তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছি**
- টাটা ম্যারাথন, আইসিসি এবং আইপিএল, প্রকাণ্ড সংগীতানুষ্ঠান ও বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো বড়োসড়ো কর্মকাণ্ডের আবর্জনার পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা করে চলেছি
- সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক বর্জ্য সংগ্রাহকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার কাজে যুক্ত করার জন্য চিহ্নিত রিসোর্স অর্গানাইজেশনের তালিকায় আমাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আবর্জনার সুবন্দোবস্ত পরিবেশরক্ষায় অপরিহার্য

‘অকূল দরিয়া...’

মৎস্যক্ষেত্রে দিশা

পরিবেশ রক্ষা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিশার যে নিরন্তর প্রয়াস, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন রকমের ছোটো এবং বড়ো জলাশয়গুলোকে রক্ষা করা। এই পথে চলতে গিয়েই আমাদের পরিচয় হয় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এরা আমাদের জলসম্পদের প্রকৃত অভিভাবক। কারণ, ভালো মানের মাছের জন্য প্রয়োজন ভালো মানের জল।

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে আছেন মৎস্যশিকারি, মাছচাষি এবং সহযোগী পেশার মানুষ, যেমন ক্ষুদ্র মাছ বিক্রেতা, বাছুনি, শুকুনি, নৌকা ও জাল নির্মাতা। সমাজে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং কর্মসংস্থানের দিক থেকে ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে আমাদের কাজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে—প্রায় ২০টি রাজ্য এবং কিছু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। জাতীয় স্তরে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সমন্বয়।

দিশার কাজের লক্ষ্য থেকেছে—

- জলাশয় এবং জলসম্পদের উপর মৎস্যজীবীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারার লক্ষ্যে তাদের আবশ্যক পারদর্শিতা অর্জনে সহায়তা
- জলসম্পদকে দূষণ, অনৈতিক দখলদারি, ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের হাত রক্ষা করতে সাহায্য করা
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের নানা আর্থিক প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা এবং পরিকাঠামোর সুবিধা পেতে সাহায্য করা
- মহিলা মৎস্যজীবীদের আর্থিক এবং সামাজিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা কার্বন ঘটিত দূষণের জন্য দায়ী নয়, অথচ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্ভোগের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সামনের সারিতে; এই বিষয়টিকে নজরে রেখে প্রচার ও অন্য কর্মসূচির পরিকল্পনা
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে একত্রিত করা এবং সমগ্র দেশব্যপী সমন্বয় গড়ে তোলায় সহায়তা করা।

জলের, জীবিকার ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের অধিকার

বন ও আমরা

ঐতিহাসিক অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে

বন শুধু গাছের সমাহার নয়—তাকে জড়িয়ে থাকে স্মৃতি, অর্থ ও আত্মপরিচয়। বনকে আশ্রয় করে আছে আমাদের পরিবেশ, জলবায়ু ও লক্ষ লক্ষ বননির্ভর মানুষ। তাই বনের রক্ষা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ রক্ষার অন্যতম উপায়। এই উপলব্ধিই দিশার কাজকে ঠিকানা দিয়েছে।

বনাধিকার সংক্রান্ত দিশার সকল কাজের প্রধান লক্ষ্য ছিল বনবাসী মানুষের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরা। পরিবেশরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বনবাসী মানুষের জীবন এবং জীবিকার অধিকার সুনিশ্চিত করা।

দিশার বন সংক্রান্ত কাজ এগিয়েছে বননর্ভর মানুষের সঙ্গে থেকে। এই কাজের লক্ষ্য—

- বনবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও সংস্কৃতি, এবং তাদের ভূমির সঙ্গে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের মর্যাদা ও আইনি স্বীকৃতির প্রতিষ্ঠা
- ভূমি ও বনের উপর বনবাসী সমাজের অধিকার সুনিশ্চিত করা
- বনাধিকার আইন অনুযায়ী গ্রামসভার প্রতিষ্ঠা ও সভাগুলির মধ্যে যোগাযোগ উৎসাহিত করা
- বন ও বননির্ভর জীবিকা সুরক্ষার উদ্যোগ শক্তিশালী করা
- গ্রামসভাগুলিকে স্বশাসন, স্থানীয় সমস্যা মোকাবিলা এবং প্রশাসকদের সঙ্গে নিত্যব্যবহারে পারদর্শী হয়ে উঠতে সাহায্য করা
- বননির্ভর জীবিকার উদ্যোগ মজবুত করা
- বন সুরক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই বনসম্পদ আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় দিশার উদ্যোগে গড়ে উঠছে নতুন আশা ও প্রত্যয়ে উদ্দীপিত কার্যকর বনবাসী সংঘ।

আমাদের মুখ্য কর্মসূচি

- গ্রামসভা ও বনাধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
- অধিকার ও ন্যায়বিচার অর্জনে প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে নিয়ে বনসম্পদের ডিজিটাল মানচিত্র নির্মাণ ও তথ্যভিত্তিক নথিকরণ
- চাষবাস ও স্বউদ্যোগ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় মহিলাদের জন্য স্বনির্ভরতার পথ উন্মুক্ত করা।

প্রত্যেকটি সুরক্ষিত চারা ও অধিকার অর্জন শোনায় সজীবতার কাহিনি। বন ও বননির্ভর সমাজের সঙ্গে আমাদের পথ হাঁটা—একসাথে, প্রত্যয়ের সাথে।

শিকড়ের সঙ্গে থাকা

আনন্দের দিশা

যেখানে লেখা হয় নিত্য নতুন গল্প

আমাদের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্তগুলো কাটে ছোটোদের সঙ্গে। তাই আমাদের ছোটোদের কর্মসূচির নাম 'আনন্দ দিশা'।

চারটি ভিন্ন জেলা এবং সর্বমোট ১৬টা কেন্দ্রে ব্যাপ্ত এই কর্মসূচির ক্ষেত্রগুলো হল—

- জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা নদীর তীরবর্তী তিনটি গ্রামে
- ঝাড়গ্রামের বনাঞ্চলে অবস্থিত বাঁকশোল গ্রামে
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবারে
- পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী বারোটি গ্রামে।

প্রথম তিন জায়গায় প্রধানত সামাজিক এবং আর্থিকভাবে দুর্বল প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের পাঠ সহায়তা দেওয়াই হল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তবে, এর সঙ্গে, শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের উদ্দেশ্যে এবং বৃহত্তর পরিসরের সঙ্গে তাদের পরিচিত করাতে অন্য ধরনের শিক্ষার স্বাদ দেওয়া হয়—যেমন নাচ, গান, যোগাসন, খেলাধুলো, আত্মরক্ষা কৌশল ও পরিবেশমুখী কার্যক্রম।

বহু, বহুমুখী, বহুমাত্রিক

এক অর্থে, আনন্দ দিশার সুবিশাল কর্মসূচির মধ্যমণি হল পূর্ব মেদিনীপুর। বিগত এক দশক ধরে গড়ে ওঠা নানামুখী ও বহুবর্ণা এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য থেকেছে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোর শিশুদের অধিকার সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা কার্যক্রমগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—

- সহায়তা দেওয়া, নিয়মিত কোচিং, পর্যায়ক্রমিক কাউন্সেলিং ও কেরিয়ার সচেতনতা শিবির
- নৃত্য ও চিত্রকলার প্রশিক্ষণ, শরীর চালনা ও যোগাসন, খেলাধুলো ও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান
- কিশোর-কিশোরীদের পরামর্শ দেওয়া ও মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (MHM) বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ডিজিটাল জগতের সম্ভাবনা ও বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা, পরিবেশচেতনা, নাগরিক কর্তব্য ও অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি।

আমরা এমন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, যেখানে আমাদের শিশুরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে—হয়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী ও সুযোগ্য নাগরিক। তাদের এই পথ চলায় আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করি।

কচি মন হয় স্বপ্নের ঘর—আগামী দিন হোক উজ্জ্বলতর

কৃষিক্ষেত্রে দিশা

বিষ ছাড়া চাষবাস

অনেক কিছু

পরিবেশবান্ধব চাষবাস মানে অনেক কিছু—মাটি ও জলের সংরক্ষণ, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, কার্বন নিঃসরণ কমানো, শক্তি ব্যবহার হ্রাস, আবর্জনার সদ্ব্যবহার।

এই চাষ পরিবারের থালায় আনে নির্বিষ ও পুষ্টিকর খাবার এবং চাষের খরচ কমিয়ে উপার্জন বাড়ায়।

'আনন্দধারা'

দিশার প্রকৃতিমুখী ঝোঁক তাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে টেনে নিয়ে গিয়েছে প্রকৃতিবান্ধব কৃষির দিকে।

রাজ্য সরকারের আনন্দধারা উদ্যোগের শুরুর দিনগুলোতে দিশা ছিল এক সক্রিয় সহযাত্রী—আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগে চাষবাসের গণমুখী ও পরিবেশবান্ধব ঝোঁকটিকে মজবুত করতে সহায়তা করেছিলাম।

আমরা 'আনন্দধারা'-র শিক্ষায় প্রশিক্ষিত দলগুলিকে প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিলাম। তারা তারপর থেকে এই কর্মসূচিতে কাজ করে এসেছে।

আমাদের যাত্রা

'আনন্দধারা' উদ্যোগে দিশার একটি প্রশিক্ষক দলের প্রথম বছরের অভিজ্ঞতার স্বাদ পাওয়া যাবে একটি বাংলা বুকলেটে—*তোরা সত্যি যদি চাস*। পরের বছরগুলির অভিজ্ঞতার স্বাদ পাওয়া যাবে চাষবাসের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আমাদের অন্য প্রকাশনায়। ২০১৭ সাল থেকে শুরু হওয়া আনন্দধারার মাধ্যমে দিশা পৌঁছে গেছে বহু জায়গায়—২টি জেলা, ৬টি ব্লক, ১০৪টি গ্রাম, ১,৩১৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছে। এর ফলে আমাদের সঙ্গী হয়েছে প্রায় ১৩,৯৯২টি পরিবার।

সুস্থায়ী

গত বছর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আটটি গ্রামে দিশা শুরু করেছে নিজস্ব প্রকৃতিনির্ভর কৃষিভিত্তিক প্রকল্প—'সুস্থায়ী'। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল প্রকৃতিমুখী চাষবাসের এমন বাস্তবধর্মী উদাহরণ তৈরি যা অন্য অনেককে অনুপ্রাণিত করবে।

সুস্থায়ী—প্রকৃতির সহায়তায়, বিষহীন ভবিষ্যতের লক্ষ্যে

অর্ধেক আকাশ—প্রান্তিক মহিলাদের সঙ্গে

সমতা ও ন্যায়ের সন্ধানে

দিশা যে মানুষদের মধ্যে কাজ করে, তাদের মধ্যে মহিলারা অর্ধেক তো বটেই, কখনো তারও বেশি। মাছের জালে, বনভূমির ছায়ায়, চাষের মাঠে কিংবা ফেলে দেওয়া আবর্জনার স্তূপে—সমাজের অদৃশ্য অর্থনীতি গড়ে তোলেন তাঁরাই। অথচ স্বীকৃতির আলো থেকে দূরে, এবং একই পরিশ্রম করেও তাঁদের প্রাপ্তি কম।

দিশার কাজের লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে

- মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, উৎপাদন গোষ্ঠী ও সমবায় গঠনের সহায়তা প্রদান
- মৎস্যকার্যে যুক্ত মহিলাদের জন্য মহিলামুখী প্রকল্প প্রচলন ও পরিকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়ন
- কৃষিক্ষেত্রে আমাদের কাজ মহিলাদের যুক্ত করা ও তাদের সশক্তিকরণের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া
- বনাঞ্চলে, বনসম্পদের টেকসই ব্যবহার নারীদের হাতে তুলে দেয় জীবিকার চাবিকাঠি—আর ম্যানগ্রোভের চারাগাছ হয়ে ওঠে আগামী দিনের প্রহরী
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়, যেখানে অধিকাংশ শ্রমিকই নারী, সেখানে তাদের অধিকার ও স্বীকৃতি প্রদান।

বাদাবনে—ক্ষুধার্ত বাঘ ও ভুখা কোটালের দেশের মহিলা

সুন্দরবনের ভয়ংকর বাদাবনে, বিপজ্জনক খাঁড়ি ও আগ্রাসী কোটালের দেশে, বহু নারী তাঁদের স্বামীকে হারিয়েছেন বাঘের থাবায়—মাছ ধরতে বা মধু সংগ্রহে গিয়ে। স্বামীর সঙ্গে নিখোঁজ হয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন—থেকে যায় সর্বগ্রাসী শোক আর অন্যায় ও বঞ্চনার নিদারুণ ধারাবাহিকতা। আইন একদিকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেয়, আর সরকারি ব্যবস্থার বাস্তবতা সে আশ্বাসকে অক্লেশে নস্যাৎ করে।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র বিধবা সমিতি—নীরবতা অতিক্রমের প্রয়াস

- দিশার সহায়তায় গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী সংগ্রামী মঞ্চ, ব্যাঘ্র বিধবা সমিতি, যার প্রধান উদ্দেশ্য এই মহিলাদের স্বশক্তিকরণ
- আইনজীবী ও সমাজকর্মীদের সহায়তায় আইনি সচেতনতা শিবির ও সহায়তা কেন্দ্র পরিচালনা
- তিন শতাধিক নারী নথির ধুলো ঝেড়ে প্রমাণ জোগাড় করেছেন, রাষ্ট্রের দরজায় কড়া নাড়ছেন
- এই দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এসেছে সাফল্য—১০ জন মহিলা ইতিমধ্যেই ক্ষতিপূরণের নির্দেশ পেয়েছেন, আরও অনেকে আছেন অপেক্ষায়।

তবে, এটি শুধু সংখ্যার খতিয়ান নয়—মাথা তুলে দাঁড়ানোর গল্প।

একই লড়াই লড়ছেন উপকূলের সেই 'সমুদ্র বিধবা' নারীরা—যাঁদের স্বামীরা হারিয়ে গেছেন ঢেউয়ের অতলে।

ন্যায়—সমতা—ক্ষমতায়ন

কাজের বিস্তার

কাজের এলাকা

রাজ্যস্তরে দিশা কাজ করছে পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলায়—পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে।

শুধু রাজ্যেই নয়—আমরা জাতীয় স্তরে, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গোয়া, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, তামিলনাড়, কর্ণাটক, কেরল এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—এসব রাজ্যে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে যোগাযোগে সহায়তা করছি এবং বিভিন্ন স্তরে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছি।

নেটওয়ার্ক করা

আন্তর্জাতিক স্তরে—গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইনসিনারেটর অলটারনেটিভস (GAIA), ব্রেক ফ্রি ফ্রম প্লাস্টিকস (BFFP) এবং ইন্টারন্যাশনাল পলিউট্যান্টস এলিমিনেশন নেটওয়ার্ক (IPEN)।

জাতীয় স্তরে—ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও বর্জ্য সংগ্রাহকদের অধিকার রক্ষায় দিশার শরিক সংগঠন—ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্মল-স্কেল ফিশওয়ার্কার্স (NFSF), ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ পিপলস্ মুভমেন্টস (NAPM) এবং অ্যালায়েন্স অফ ইন্ডিয়ান ওয়েস্ট পিকার্স (AIW)।

পশ্চিমবঙ্গে—সবুজ মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এবং ঝাড়গ্রামের বনাধিকার গ্রামসভা মোর্চা।

ডকুমেন্টেশন—স্মৃতির ভাণ্ডার

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই দিশার কাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আমাদের ডকুমেন্টেশন সেন্টার—যেখানে সংরক্ষিত আছে পরিবেশ ও তৎসংক্রান্ত নানা বিষয়ে নানা সংবাদপত্রের খবরের কাটিং। আমদের কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আন্দোলন, গবেষণা ও কর্মসূচির নথি—এখানে ধরা আছে স্মৃতির ভাণ্ডার হয়ে।

প্রকাশনা

২০০০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দিশার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে পরিবেশ বিষয়ক নিউজলেটার, যা ছিল সেই সময়ের পরিবেশ ভাবনার এক গুরুত্বপূর্ণ স্বর।

২০০৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদের একটি বিশেষ সংকলন—*সংবাদে পরিবেশ*, যা সে-সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতি ও ভাবনার এক মূল্যবান আয়না।

পাশাপাশি বর্জ্য, প্রকৃতি-ভিত্তিক কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রকাশিত একাধিক বই ও প্রকাশনাগুলো আমাদের কাজের দলিল।

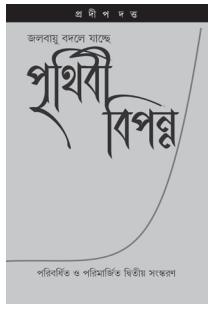

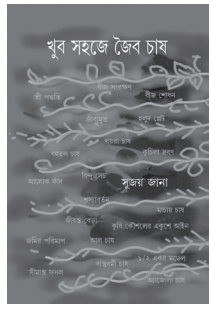

সোসাইটি ফর ডাইরেক্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হেলথ অ্যাকশন (দিশা)
২০/৪ শীল লেন, কলকাতা ৭০০০১৫
দূরভাষ: +৯১ ৩৩ ২৩২৮ ৩৯৮৯
E-mail: fordisha@dishaearth.org
www.dishaearth.org
Follow us at : https://www.facebook.com/dishaearth/?_rdr